Released 11-5-1940.

# কমলে-কামিনী

=প্রফুল্ল পিকচার্সের ভক্তিমূলক চিত্র=

# কমলে কামিনী

প্রযোজক—
সতীশ চন্দ্র ঘোষ

পরিচালক—
ফণী বর্ম্মা ও
নির্ম্মল গোস্বামী

কাহিনী ও চিত্রনাট্য—
স্বর্গীয় প্রফুল্ল ঘোষ

আলোক চিত্রী
বীরেন দে

শব্দ-যন্ত্রী—
ডি, ওয়াল্‌টার্স
অবনী চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দ্দেশক—
দলীপ সিং

সঙ্গীত রচনা—
প্রমথ নাথ কুণ্ডার

সুর—
সুশীল ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালক—
পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক—
চণ্ডী মিত্র ও সুধীর দে

রূপকার—
রমেশ বসু

আলোক সম্পাত—
কার্ত্তিক পাল

চিত্র সম্পাদক—
অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

রসায়ণাগার—
ধীরেন দে

সহকারীগণ—

পরিচালনায়—
শিবেন পাল চৌধুরী

আলোক চিত্রে—
বীরেন কুশারী ও প্রভাত বসু

শব্দ যন্ত্রে—
হরিশ বন্দোপাধ্যায় ও
নরেন বসু

জি, সি, বোথরার তত্ত্বাবধানে—
মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড কর্ত্তৃক
পরিবেশিত।

শ্রীমতী ... দেবী।

# কমলে কামিনী

## পাত্রপাত্রী

ধনপতি — অহীন্দ্র চৌধুরী
শ্রীমন্ত — মাষ্টার রঞ্জিত আচার্য্য
শালিবাহন — তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
বৃহস্পতি — সান্তু গোস্বামী
বাচাল — তুলসী চক্রবর্ত্তী
রক্ষী — কালী ঘোষ
ঘাতক — বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়
ব্যাধ — রাজা বাবু

খুল্লনা —রেণুকা রায়
লহনা — ঊষা দেবী
সুশীলা — পূর্ণিমা
দুর্ব্বলা — পদ্মা
চণ্ডীদেবী—উমা মুখার্জ্জি
পদ্মা — নীলিমা ব্যানার্জ্জী (রাণী)

অন্যান্য ভূমিকায় :
শিবেন পাল চৌধুরী - মাষ্টার অশোক —
বুলবুল—সুনু — ঊষারাণী ( বোম্বাই )
প্রভৃতি।

# কাহিনী

উজানির শ্রেষ্ঠীপতি ধনপতি দত্ত—মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। অন্য দেবতার নাম পর্য্যন্ত তাঁর অসহ্য। ঘরে দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা। খুল্লনা দেবী চণ্ডীর অর্চ্চনা করেন—স্বামীর অজ্ঞাতে।

একদা সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে সন্তান-সম্ভবা প্রিয়তমা খুল্লনার নিকট বিদায় লইতে গিয়া ধনপতি তাঁহাকে চণ্ডী পূজারতা দেখেন। ক্রোধে অন্ধ ধনপতি তৎক্ষণাৎ দেবীর ঘট ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে খুল্লনা তাঁহাকে অতিকষ্টে এই সর্ব্বনাশকর কার্য্য হইতে বিরত করেন।

দেবীর এই অবমাননার ফলে শ্রেষ্ঠীপতির সপ্ত ডিঙ্গার ছয়-খানিই সিংহলের পথে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ডুবিয়া যায়। খুল্লনার করুণ প্রার্থনায় কেবলমাত্র 'মধুকর' ডিঙ্গাখানি রক্ষা পায় এবং ধনপতিকে লইয়া ভাসিয়া চলে।

কমলে কামিনী

কালিদহে কমলে কামিনীর মায়া সিংহলরাজ শালিবাহনের অবোধ্য। কিন্তু এটা তিনি জানেন যে এই কালিদহই তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মীর পীঠস্থান। যত মন্দভাগ্য সওদাগর কমলে কামিনীর অপূর্ব্ব মায়া দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব পণে সেই মায়া পুনরায় সিংহলরাজকে দেখাইতে স্বীকৃত হন, কিন্তু দেখাইতে না পারিয়া মিথ্যাবাদী অপবাদে চির জীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। হতভাগ্য সওদাগরদের যথাসর্ব্বস্ব রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে।

ভিখারী শিবের পূজারী রাজরাজেশ্বরী দেবী চণ্ডীর অবমাননাকারী হতভাগ্য ধনপতি রাজসভায় সিংহল রাজের প্রীত্যর্থে নিবেদন করিলেন— "কালিদহের কালো জলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে এলাম, মহারাজ! অপূর্ব্ব,—অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! অনন্ত জলরাশির মধ্যস্থলে কমলাসীনা অনিন্দ্যসুন্দরী এক ললনা! সুন্দরী এক হাতে এক হস্তীকে মুখমধ্যে নিক্ষেপ করে গ্রাস করছে, আবার অন্যহাতে উদ্গীর্ণ হস্তীকে জলে নিক্ষেপ করছে।"

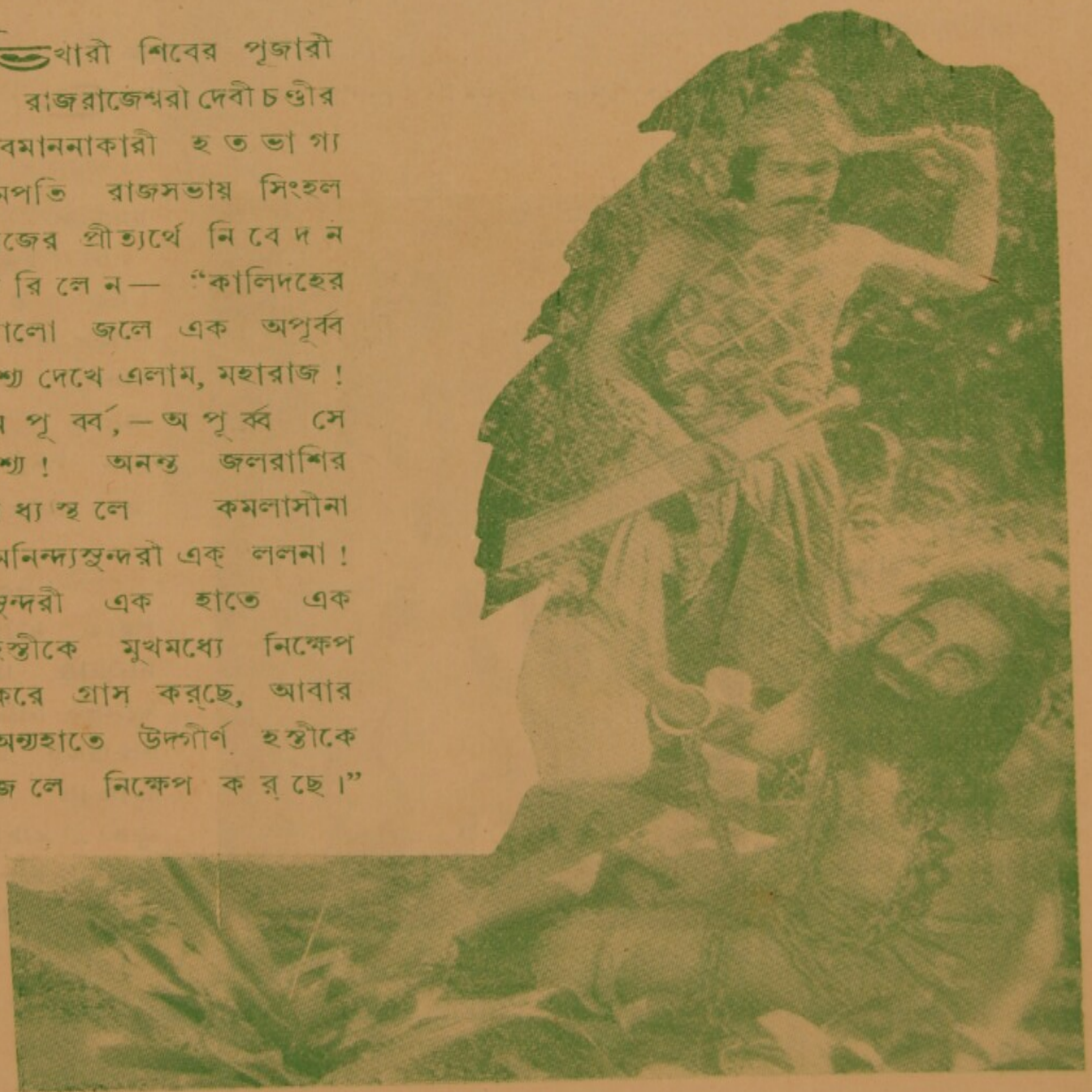

চিরাভ্যস্ত নিয়মে শালিবাহন বলেন, "যদি দেখাতে পারেন, অর্দ্ধেক রাজ্য আপনার আর যদি না পারেন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি আমার, এবং আপনার আজীবন কারাবাস।" দেবী চণ্ডীর মায়ায় অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ সত্যপ্রাণ ধনপতি মিথ্যা ভাষণের অপবাদে কারারুদ্ধ হন।

এদিকে ধনপতির গৃহে যথাসময়ে আসন্নপ্রসবা খুল্লনার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ধনপতির একমাত্র বংশধর সুদর্শন সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত সেই পুত্রের আবির্ভাবে উজানি নগরে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। পুত্রের নামকরণ হয় শ্রীমন্ত। অকস্মাৎ সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নিদারুণ সংবাদ আসে ধনপতির ছয়খানি ডিঙ্গাই নিমজ্জিত হইয়াছে, ধনপতিসহ 'মধুকর' নিরুদ্দেশ।

উজানির সমস্ত আনন্দ পতিহারা সতী লহনা ও খুল্লনার অশ্রুজলে ডুবিয়া যায়।

শিশু শ্রীমন্ত দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করে। শ্রেষ্ঠী গৃহের পুরাতন দাসী দুর্ব্বলা কুলগুরু বাচস্পতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সসন্তানা খুল্লনাকে বিতাড়িত করিবার জন্য লহনাকে প্ররোচিত করে। সতীনের কাঁটা সর্ব্বসম্পত্তির উত্তারিধাকারী

শ্রীমন্তের কাছে লহনা কতটুকু পাইবে? শ্রীমন্তের সমস্ত পূজা— সে তো খুল্লনার জন্যই উৎসৃষ্ট হইয়া আছে! লহনা তো সৎমা!

প্রতিনিয়ত প্রতিকূল যন্ত্রণায় লহনার মন খুল্লনার প্রতি বিরূপ হইয়া ওঠে। অবশেষে ধনপতি শ্রীমন্তের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া যে লেখন বাণিজ্য যাত্রার পূর্ব্বে লহনার কাছে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া লহনা খুল্লনাকে অসতী অপবাদে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন।

শ্রীমন্ত ও অনুরূপ ভাবে নিগৃহীত হয়।

বহু লাঞ্ছনার পর একদা এক বনমধ্যে মাতা পুত্রে সাক্ষাৎ হয়। দেবী চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা এক কুটিরে আশ্রয় পান। শ্রীমন্ত সুসজ্জিত সপ্ততরী ভাসাইয়া আজন্ম নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধানে যাত্রা করে।

দুর্ব্বলা ও বাচস্পতি খুল্লনার এত নির্য্যাতনেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিবার অভিলাষে তাঁহার কুটীরে অগ্নিসংযোগ করে। দেবীর কৃপায় খুল্লনা রক্ষা পান। লহনার

সমস্ত প্রকৃতি দাসী ও কুলগুরুর অনুষ্ঠিত এই ভয়ঙ্কর ও নির্ম্মম কার্য্যের অতি তীব্র প্রতিবাদ করে। অনুতপ্ত লহনা খুল্লনার কাছে অপরাধের মার্জ্জনা চাহিয়া তাঁহাকে পুনরায় ঘরে ফিরাইয়া আনেন।

কালিদহের মায়াজালে প্রতারিত শ্রীমন্ত সিংহল রাজ সকাশে উপস্থিত হইয়া কমলে কামিনীর বর্ণনা প্রদান করেন। শ্রীমন্তর সুকুমার মুখশ্রী এবং কৈশোর লাবণ্য ধনলুব্ধ কঠিন হৃদয় শালিবাহনের মনে কোনোরূপ করুণার উদ্রেক করে না।

কমলে কামিনী

কমলে কামিনীকে দর্শন করাইতে অক্ষম হওয়ায় শ্রীমন্তের সমস্ত ধন সম্পত্তি যথানিয়মে রাজকোষ পূর্ণ করে। অধিকন্তু চিরাচরিত কারাদণ্ড প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া রাজা শালিবাহন শ্রীমন্তের প্রতি কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। পরদিন প্রত্যূষে দক্ষিণ মশানে তাহার মৃত্যু।

রাজকন্যা সুশীলা কিশোর শ্রীমন্তকে রাজসভায় দেখিয়া পিতার হৃদয় হীনতার উল্লেখে কারাগারে ধনপতির নিকট অনুযোগ করে। এই রাজকন্যা সুশীলাই এতদিন আজীবন কারাবাসে মৃত্যুর পথে অগ্রসর ধনপতির শুষ্ক প্রাণ স্নেহরসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। দেবীর নিষ্ঠুর কৃপায় শ্রীমন্ত ধনপতির পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে রক্ষিত হয়। দীর্ঘ কারাবাসে কত বন্দীকেই ধনপতি কারাগারে আসিতে দেখিয়াছেন— তাহারা আর ফিরিয়া

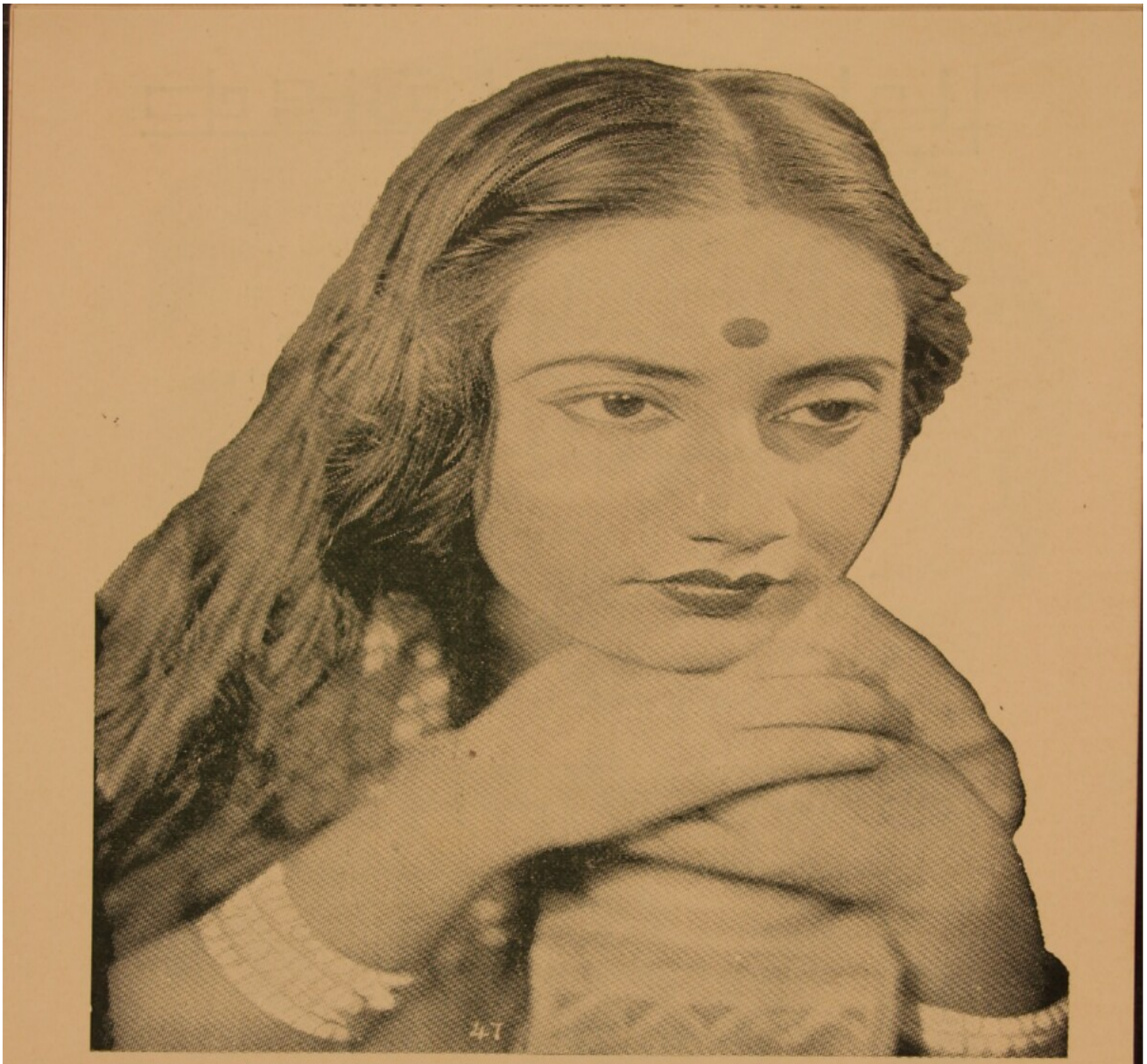

যায় নাই। নির্ব্বিকার ধনপতি শুধু চাহিয়া দেখিয়াছেন, দুঃখ বোধও হয়তো করিয়াছেন—কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে কোনো প্রকার কৌতূহল বোধ কখনও করেন নাই। কিন্তু এবারে

# কমলে কামিনী

নিয়ম ভঙ্গ হইল। কৌতূহলী ধনপতি কিশোর শ্রীমন্তকে পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্ত উত্তর দিলেন—"শ্রেষ্ঠীপতি ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত মাতা খুল্লনা।" অসহ্য আবেগে ধনপতি চীৎকার করিয়া ওঠেন, "ওরে, আমিই তোর হতভাগ্য পিতা।" বহু মুহূর্ত্তের সুখ স্বপ্ন, কল্পনা কুসুম আজ মূর্ত্ত হইয়া বুঝি এত দুঃখ, কষ্ট, কারাবাস সফল করিয়াছে। দুর্ব্বার উচ্ছ্বাসে দুই বাহু মেলিয়া স্নেহব্যাকুল পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে চায়। কিন্তু হায়, মধ্যে ব্যবধান পাষাণ প্রাচীর—অটল দুর্ভেদ্য!

শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও যে মস্তক ধনপতি শঙ্কর ভিন্ন অপর কাহারও উদ্দেশে নত করে নাই, আজ জীবনে প্রথম সেই মস্তক অবনত হইল। শ্রেষ্ঠী ধনপতি নতজানু হইয়া রাজকন্যা সুশীলার কাছে কর জোড়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন।

কিন্তু প্রাণ ভিক্ষা শ্রীমন্ত চাহেনা। শ্রীমন্ত চাহেনা—অপরাধীর ন্যায় প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যাইতে। পুত্রের ইচ্ছার কাছে পিতা পরাজয় মানিলেন।

রাত্রির অন্ধকারে কারাগারের পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ধনপতির হৃদয় বেদনা গুমরিয়া মরে—"হে শঙ্কর, একি তোমার নিষ্ঠুর পরীক্ষা! হারানো মাণিক ফিরে পেয়ে আবার হারাতে হবে? এর চেয়ে না পাওয়াই যে ছিল ভালো।

প্রত্যুষে ঘাতক আসিয়া পিতার সম্মুখে পুত্রকে টানিয়া লইয়া যায়—মশানে। নিষ্ফল আক্রোশে ধনপতির হাতের ও পায়ের শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া ওঠে। উন্মাদের ন্যায় ধনপতি পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন। আকুল আর্ত্তনাদ ওঠে—"শঙ্কর! শঙ্কর! আজীবন তোমার সেবা করেছি। এ কি তারি পুরস্কার?"

# কমলে কামিনী

ধনপতির একান্ত শঙ্কর-নিষ্ঠা সত্ত্বেও দুর্গতির কি শেষ নাই?

শঙ্কর ভক্তির ঐকান্তিকতায়ই তো - সে দেবী চণ্ডীর অবমাননা করিয়াছিল! কিশোর শ্রীমন্তই বা কোন্ গুরু অপরাধে অপরাধী যাহার জন্য চরম দণ্ড তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে? দেবী চণ্ডী কি কল্যাণী নহেন? দেবাদিদেব শঙ্কর কি এতই নিষ্ঠুর?

# সঙ্গীতাংশ

( ১ )

প্রণাম তোরে দেশের মাটি
প্রণাম তোরে আজি ।
বিদেশ হ'তে আন্‌বো রতন
সাজাবো চরণ রাজি ॥

যেথায় দূরে আকাশ তলে
মেঘ নেমেছে অথৈ জলে

সেথায় ডাকে কোন বিদেশী
অরূপ রূপে সাজি ॥

বাম হাতে তার রতন রাশি
ডান হাতে তার বিলায় হাসি
চরণ তলে সাগর বেণু মধুর ওঠে বাজি ॥

# কমলে কামিনী

( ২ )

জীবন তারে আঘাত ল'য়ে দুঃখ সুখের খেলা।
আলো ছায়ার লীলার মতো সকাল সন্ধ্যা বেলা ॥

তোমার আপন তারই মাঝে
পূর্ণ হয়ে ঐ বিরাজে

পাতার তলে কুসুম যেমন ছড়ায় রূপের মেলা ॥

তার সাথে আজ হোক্ না তোমার হোক্ না জানাশোনা,
হৃদয় দ্বারে প্রথম আলোর হউক আনাগোনা,

দুঃখের মাঝে তারই পরশ
যুগে যুগে জাগায় হরষ

দুঃখের ঠাকুর দুঃখ পেলে তাই করে' নাকো হেলা ॥

( ৩ )

তুমি কি আসিবে ফিরে ?
ব্যথার কাজরী গাঁথা হ'লে শেষ আমার নয়ন নীরে ॥
কে যেন বলিছে হবে দরশন
মনে জাগে তাই মৃদু হরষণ
বসে থাকি হায় গোধূলী বেলায় চাহিয়া সাগর তীরে ॥
যে ঘর বেঁধেছি আমি কামনার উপকূলে
দেখে যাও তুমি প্রিয় বারেকেতে আঁখি তুলে ॥
বিফল রজনী কত হোলো ভোর
তুমিত জান না ওগো মনচোর
ঊষার আলোতে তবু যেন দেখি হৃদয় দেবতারে ॥

( ৪ )

প্রসীদ শিবাণী উমা হররাণী।
মৃগেশ বাহিনী কামাখ্যা রুদ্রাণী ॥
সর্ব্ব-শবাশনা কমলা কল্যাণী
হররমা কাত্যায়ণী ॥
শমন ত্রাসিনী নমো নমস্তে
মহেশ ভাবিনী ছিন্নমস্তে
শিব সিমন্তিনী শূল হস্তে, মাতা পতিত পাবনী।
( নমস্তে )

( ৫ )

এস প্রাণে জাগো ধ্যানে মহাজ্ঞানে অবিরাম।
সমকণ্ঠে সমচ্ছন্দে সবে বন্দি চণ্ডী নাম ॥
কত আশা অনন্ত প্রাণে, দেবী চণ্ডী নাম গানে
যাত্রী ভরা পারের তরী চণ্ডী কাণ্ডারী
শুধু সম্বল তব নাম,
জপ চণ্ডী নাম, চণ্ডী নাম, চণ্ডী নাম ॥

কমলে কামিনী

( ৬ )

আমার রূপের ছায়া তলে।
কেগো তুমি সুন্দর প্রেম ভিখারীর ছলে ॥
পথ চাওয়া মোর মনের শাখে
ফুল ফুটেছে লাখে লাখে
নয়নেরি নীল সায়রে প্রদীপ হ'য়ে প্রবাল জ্বলে ॥
মনের মানুষ এলে নাকি
মরীচিকা শতদলে আপনারে গোপন রাখি
সকল ব্যথা হরণ ক'রে
মালবিকা কর মোরে
নিবেদনের মহোৎসবে
গানের মালা পরাই গলে ॥

( ৭ )

রাতুল চরণে শরণ লভি
করুণা চাহি তোর।
ব্যথার বাদলে হৃদয় আমার হয়েছে ঘনঘোর ॥

( ৮ )

নমো চণ্ডী পশুপতি জায়া
নমো ভৈরবী ভবানী।
বীনাপাণি বেদবতী মাগো
নমো শঙ্করী নমো শিবানী ॥
তুমি দেবী গোকুলে গোমতী
দক্ষ গৃহে সাজিয়াছ সতী
মহাতেজা যাদব সেবিতা শুম্ভ-নিশুম্ভ নাশিনী ॥
বিশ্ব বুকে কৃষ্ণ রাখিবারে
নিদ্রা আনো কংস আগারে
দশভুজা দুর্গা পরাৎপরা
কভু শ্মশান বাসিনী।

মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রচার বিভাগের তরফে প্রচার সম্পাদক শ্রীকুমুদ রঞ্জন দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও গ্লাসগো প্রিন্টিং কোম্পানী, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।